

রচনা ধর্মী প্রশ্নোত্তর

১। What do understand by the term অনুমান? Name and illustrate five propositions (অবয়ব) Are they always necessary for অনুমান?

অথবা

‘অনুমান’ বলতে কি বোঝ? অনুমানের পাঁচটি অবয়ব নামোল্লেখ পূর্বক বল। যে কোন অনুমানের পক্ষেই কি এই পঞ্চাবয়ব প্রয়োজনীয়?

or

What is পরার্থানুমান? How can you establish it with the help of five sentences?

or

অনুমান কাকে বলে? অনুমান কয় প্রকার ও কি কি? ন্যায় বাক্য সহ অনুমান প্রণালী আলোচনা কর। যে কোন অনুমানে কি পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োজনীয়?

উঃ অনুমিতি এক প্রকার জ্ঞান। অনুমিতি জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ পূর্বক হয়, তাই প্রত্যক্ষটি অনুমানের কারণ এবং অনুমিতিটি কার্য রূপে মান্য। ‘অনু’ অর্থাৎ পশ্চাৎ ‘মীয়তে জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞানম্’ অর্থাৎ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করার পর সেই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে অন্য একটি অজ্ঞাত বিষয়ের যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তাকেই অনুমিতি বলা হয়। ‘অনুমিতি করণমনুমানম্’ অর্থাৎ অনুমিতির করণ বা অসাধারণ কারণকে অনুমান বলে।

অনন্তভট্ট অনুমিতির লক্ষণ করেছেন—‘পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ’ অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলে। পরামর্শটি একপ্রকার জ্ঞান। সংশয়ের স্থলে ও পরামর্শ জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে সেখানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য পক্ষতার সংগে অস্থিত পরামর্শজ্ঞানকেই অনুমিতি বলা আচার্যের অভিপ্রায়।

অনুমান দু প্রকার। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। নিজের জ্ঞান হয় যে অনুমিতির দ্বারা তাকে স্বার্থানুমান বলে। যেমন, কোন ব্যক্তি নিজেই রান্নাঘর প্রভৃতিতে বারে বারে যেখানে ধূম থাকে, সেখানেই বহির্ থাকে এরূপ ব্যাপ্তি দর্শনের পর পর্বতের কাছে গিয়ে যখন পর্বতের ধূম দেখতে পায় তখন পর্বতে আগুন আছে কিনা সন্দেহ হলে রান্নাঘর প্রভৃতিতে দেখা ধূম ও বহির ব্যাপ্তির স্মরণ হয়—‘যেখানে ধূম থাকে সেখানেই বহির্ থাকে। তারপর বহিব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে বলে ‘পর্বতো বহিমান্’ এরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হয়। একেই স্বার্থানুমান বলে।

অপর ব্যক্তির প্রয়োজন অর্থাৎ অবগতির জন্য যে অনুমান বাক্য সমূহ প্রয়োগ করা হয় তাকে পরার্থানুমান বলে। নিজে কোন বিষয়ে অনুমানের সাহায্যে জ্ঞানলাভের পর যে

পাঁচটি অবয়ব বাক্য প্রয়োগের দ্বারা অপরের জ্ঞান জন্মাতে সাহায্য করা হয় ন্যায়বৈশেষিক তত্ত্বের পরিভাষায় তারই নাম 'ন্যায়'। এরূপ ন্যায় বাক্য গুলোকে পরার্থানুমান বলে। সুতরাং পরার্থানুমানটি সর্বদা স্বার্থানুমানের উপর নির্ভরশীল। স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে ন্যায় বাক্য প্রয়োগে প্রয়োজন না হলেও পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে পঞ্চাবয়ব বাক্য আবশ্যিক। যে বাক্যের পাঁচটি অবয়ব অর্থাৎ অংশ থাকে তাকে পঞ্চাবয়ব বাক্য বলে। অখণ্ড বাক্যটি পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি মাত্র। যেমন—(১) 'পর্বতো বহিমান্' এটি প্রতিজ্ঞা বাক্য (২) যেহেতু পর্বতে ধূম আছে—এটি হেতু বাক্য, (৩) যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহি থাকে, যেমন মহানসাদি—একটি উদাহরণ বাক্য (৪) এই পর্বতটি বহি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমযুক্ত বলে সেরূপ—এটি উপনয় বাক্য। (৫) অতএব সেরূপ অর্থাৎ পর্বতটি বহি বিশিষ্ট—এটি নিগমন বাক্য। উক্ত পাঁচটি অবয়ব বাক্যকে যথাক্রমে—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামে অভিহিত করা হয়। যে বাক্যের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব বোঝায় তাকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। যেমন—'পর্বতো বহিমান্'। যে বাক্য হেতুর প্রতিপাদন করে তাকে হেতু বাক্য বলে; যেমন—ধূমাৎ অর্থাৎ পর্বতে ধূম দেখা যাচ্ছে। 'যত্র যত্র ধূমাস্তত্রতত্র বহি', যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানেই আগুন থাকে, যেমন—মহানসাদি, এটি উদাহরণ বাক্য। 'বহিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ' অর্থাৎ ধূম বহিব্যাপ্য বলে পর্বতস্থ ধূমও বহিব্যাপ্য—এটি উপনয় বাক্য। অতএব 'পর্বতো বহিমান্' পর্বতটিতে বহি আছে এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। এভাবে পঞ্চাবয়ব ন্যায় বাক্য দ্বারা পরার্থানুমান হয়ে থাকে।

২। What is হেত্বাভাস ? Define after সন্নংধট্ট বিহুদ্ব and সত্‌প্রতিপক্ষ type of হেত্বাভাস।

or

হেত্বাভাস বলতে কি বোঝ? হেত্বাভাস কয় প্রকার ও কি কি? যে কোন একটি অথবা দুইটি হেত্বাভাস আলোচনা কর।

or

What do you understand by হেত্বাভাস ? Discuss the different varieties of হেত্বাভাস.

উঃ 'হেত্বাভাস' শব্দের দ্বারা দোষদুষ্ট হেতুকে বোঝায়। 'হেতুবদাভাসন্তে' অর্থাৎ হেতুর লক্ষণাক্রান্ত না হয়েও যেটি হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাকে হেত্বাভাস বলে। নব্য নৈয়ায়িকচার্য রঘুনাথ শিরোমণি গজ্ঞোশোপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের টীকায় 'আভাস' শব্দটির অর্থ করেছেন 'দোষ'। বাৎস্যায়নও একই অর্থই স্বীকার করেছেন। তর্কসংগ্রহের ন্যায় বোধিনী টীকাকার গোবর্ধন মিশ্র বলেছেন—'হেতুবদাভাসন্তে ইতি হেত্বাভাসা দুষ্টহেতব

ইত্যর্থঃ'। সুতরাং দুষ্ট হেতুই হেত্বাভাস শব্দের অর্থ। দীপিকা টীকায় অন্নংভট্টও বলেছেন—অনুমিতি প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞান বিষয়ত্বং হেত্বাভাসত্বম্' অর্থাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে হেত্বাভাস বলে।

'হেত্বাভাস' শব্দের অর্থ বুঝতে হলে হেতুর লক্ষণ জানতে হবে। পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষসত্ত্ব এবং অবাধিতত্ত্ব। এই পাঁচটি কর্মবিশিষ্টতাই লিঙ্গ বা হেতুর লক্ষণ বলে নৈয়ায়িকগণ মনে করেন। যেমন—পক্ষে (পর্বতে) বর্তমান থাকাই পক্ষসত্ত্ব। সপক্ষ (মহানসাদিতে) বর্তমান থাকাই সপক্ষসত্ত্ব। বিপক্ষ (জলহ্রদাদিতে) বিদ্যমান থাকাই বিপক্ষাসত্ত্ব। "সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ"—অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের সন্দেহ হয় সেইটি পক্ষ, "নিশ্চিতঃসাধ্যবান্ সপক্ষঃ" অর্থাৎ সাধ্যের নিশ্চয় যেখানে থাকে সেইটি সপক্ষ এবং 'নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ' অর্থাৎ যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাকে বিপক্ষ বলে। পর্বতে সাধ্য বহির সন্দেহ থাকে বলে পর্বত পক্ষ, মহানসাদিতে সাধ্যবহির নিশ্চয়তা থাকে বলে মহানসাদি সপক্ষ এবং মহাহ্রদাদিতে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয়তা থাকে বলে মহাহ্রদাদি বিপক্ষ রূপে পরিচিত। 'পর্বতো বহিমান্ ধূমাৎ' এরূপ অনুমিতি স্থলে হেতু ধূমের সমান অন্য কোন হেতু না থাকায় হেতুটিতে অসৎপ্রতিপক্ষসত্ত্ব নাই। পুনরায় 'পক্ষে সাধ্য নাই' এটি অন্য কোন প্রমমাণের দ্বারা (প্রত্যক্ষাদি) নিশ্চিত হওয়া যায় না বলে এই হেতুতে 'অবাধিতত্ত্ব' ধর্ম আছে। সুতরাং উক্ত পঞ্চবিধ ধর্মের যে কোন একটির অভাবে হেতুটি যথার্থ হয় না। তাই হেতুর এই এক একটি ধর্মের অভাবে ন্যায় মতে পঞ্চবিধ হেত্বাভাস হয়।

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ এবং বাধিত। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন—“সব্যভিচার বিরুদ্ধ সৎপ্রতিপক্ষোহসিদ্ধ বাধিতাঃ পঞ্চ হেত্বাভাসাঃ”। এখন পাঁচটি হেত্বাভাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি—

(১) সব্যভিচার ঃ হেতু উপস্থিত থাকলে সাধ্য অবশ্যই উপস্থিত থাকবে, এটাই অনুমিতির নিয়ম। যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহি থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন হলে সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হয়। 'সব্যভিচার অনৈকান্তিকঃ' অর্থাৎ সব্যভিচার হেতুকে অনৈকান্তিকও বলে। হেতুর সংগে সাধ্যের যেখানে ঐকান্তিকতা থাকে না তাকেই ব্যভিচার দুষ্ট বলা হয়। সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস তিনপ্রকার। যথা—(ক) সাধারণ সব্যভিচার, (খ) অসাধারণ সব্যভিচার এবং (গ) অনুপসংহারী।

(ক) সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস ঃ—যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে অর্থাৎ পক্ষে থাকা সত্ত্বেও সাধ্যাভাবের অধিকরণে অর্থাৎ বিপক্ষেও থাকে তাকে সাধারণ সব্যভিচার (অনৈকান্তিক) হেত্বাভাস বলে। যথা—'পর্বতো বহিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ' এই অনুমান বাক্যে প্রমেয়ত্ব হেতুটি যেমন সাধ্য বহির অধিকরণ বা সপক্ষ মহানসাদিতে আছে তেমনি বহির অভাব বিশিষ্ট বিপক্ষ হ্রদাদিতেও আছে। তাই বিপক্ষবৃত্তি হওয়ায় 'প্রমেয়ত্ব' হেতুটি সাধারণ

সব্যভিচার হেত্বাভাস দুষ্ট।

(খ) অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস :- ‘সর্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তং পক্ষমাত্রবৃত্তিরসাধারণঃ’ অর্থাৎ যে হেতুটি সকল প্রকার সপক্ষ ও বিপক্ষে না থেকে কেবলমাত্র পক্ষেই থাকে তাকে অসাধারণ অনৈকান্তিক (ব্যভিচার) হেত্বাভাস বলে। যথা “শব্দোহনিত্যঃ শব্দত্বাৎ” এস্থলে শব্দত্ব হেতুটি আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে থাকে না আবার ঘট প্রভৃতি অনিত্য পদার্থেও থাকে না, কেবলমাত্র শব্দেই থাকে বলে একে অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলা হয়।

(গ) অনুপসংহারী সব্যভিচার হেত্বাভাস :- ‘অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরোহিতোহনুপসংহারী’ যে হেতুর অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী কোন প্রকার দৃষ্টান্তই থাকে না তাকে অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। যেমন—‘সর্বমনিত্যং প্রমেয়ত্বাৎ’ এখানে সকল বস্তুই পক্ষ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় সপক্ষ বা বিপক্ষ কোন প্রকার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। তাই হেতুটির দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সিদ্ধ না হওয়ায় অনুমিতি হতে পারে না বলে একে অনুপসংহারী হেত্বাভাস বলা হয়েছে।

(২) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস :- হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, এটাই নিয়ম। কিন্তু যদি হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ না করে অনস্তিত্বই প্রমাণ করে তা হলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস দোষ হয়। তাই অন্নংভট্ট বলেন—‘সাধ্যাভাবোব্যাপ্তো হেতবিরুদ্ধঃ’ অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি যে হেতুতে থাকে তাকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যথা—‘শব্দো নিত্যঃ কার্যত্বাৎ’ এখানে হেতু কার্যত্ব কখনও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করতে পারে না। যেহেতু নিত্যত্বের সংগে কার্যত্বের নিয়ত সাহচর্য বা ব্যাপ্তি নাই। বিপরীত ক্রমে নিত্যত্বের বিরোধী অনিত্যত্বের সঙ্গে কার্যত্বের ব্যাপ্তি আছে। তাই এই হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়।

(৩) সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস :- যখন কোন অনুমানে সাধ্যসিদ্ধ করী হেতুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সাধ্যের অভাব সিদ্ধকারী পৃথক্ একটি হেতু হাজির হয় তখন উক্ত দুটি হেতুকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলা হয়। কারণ সাধ্যসাধন প্রথম হেতুটির দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধ্য সিদ্ধি হলেও প্রতিপক্ষ অন্য একটি হেতুর দ্বারা যখন সাধ্যের অভাব প্রতিপাদন করে তখন উক্ত হেতু দ্বয় তুল্যবল হয় বলে কোন একটি পক্ষকে যথার্থ মনে করা যায় না। যেমন, প্রথম হেতুটি হলো—‘শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ’ বাক্যটিতে শব্দত্ব থাকায় শব্দকে নিত্য প্রমাণ করা হয়। আবার প্রতিপক্ষরূপে ‘শব্দোহনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ’ অনুমান বাক্যের দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বও প্রমাণিত হয়। বিরুদ্ধ ও সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের পার্থক্য হলো—বিরুদ্ধ হেত্বাভাস দ্বারা একটি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হয় কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে সাধ্যের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তটি অন্য একটি হেতুর দ্বারা প্রমাণিত হয়।

(৪) অসিদ্ধ হেত্বাভাস :- যে হেতুটি নিজেই সিদ্ধ বা প্রমাণিত নয় সে কোন সাধ্য নির্ণয় করতে পারে না বলে তাকে ‘অসিদ্ধ’ হেতু বলা হয়। অসিদ্ধ হেতু তিন প্রকার যথা—আশ্রয়সিদ্ধ, স্বরূপসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বসিদ্ধ।

(ক) আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস :—হেতুটি যে পক্ষে আশ্রিত হয় যদি সেই পক্ষটিই অনাশ্রিত অর্থাৎ অবাস্তব বা অলীক হয় তবে হেতুটিকে আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যেমন—‘গগনারবিন্দং সুরভি অরবিন্দত্বাৎ সরোজারবিন্দবৎ’। পক্ষ হলো হেতুর আশ্রয়। কিন্তু এখানে পক্ষ গগনারবিন্দের অর্থাৎ আকাশ পদ্যের (কুসুমের) কোন অস্তিত্ব বা আশ্রয় নাই বলে এখানে আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়েছে। তাই আশ্রয়াসিদ্ধের লক্ষণ হবে—‘অলীকপক্ষকত্বম্ আশ্রয়াসিদ্ধত্বম্’।

(খ) স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস :—কোন হেতুর পক্ষে থাকা সম্ভব না হলে সেই হেতুকে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যেমন—‘শব্দোহনিত্যঃ চাক্ষুষত্বাৎ রূপাদিবৎ’ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষযোগ্য বলে রূপের ন্যায় শব্দ অনিত্য। এখানে চাক্ষুষত্ব হেতুটি শব্দ রূপ পক্ষে থাকতে পারে না, কারণ শব্দ চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। সুতরাং চাক্ষুষত্ব হেতুর শব্দরূপ পক্ষে থাকা অসম্ভব বলে পক্ষধর্মতার অভাবহেতু এখানে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়েছে।

(গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস :—অন্নভট্টের মতে—‘সোপধিকো হেতুব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ’ অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। যে বস্তুটি সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক হয় তাকে উপাধি বলে—‘সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিঃ’। যেমন—‘পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ’ অর্থাৎ পর্বতে বহ্নি থাকায় ধূম নিশ্চয়ই আছে। এই অনুমানবাক্যে আর্দ্রেন্দ্রন উপাধি, কারণ যেখানে বহ্নি থাকে সেখানেই ধূম থাকে এরূপ বলা যায় না। কেননা তপ্ত লৌহখণ্ডে বহ্নি আছে কিন্তু ধূম নাই। আর্দ্রেন্দ্রন সংযুক্ত বহ্নিতেই ধূম থাকে। তাই এখানে হেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়েছে।

(৫) বাধিত হেত্বাভাস :—অন্নভট্ট বলেছেন—‘যস্য সাধ্যাভাব প্রমাণান্তরেণ নিশ্চিতঃ স বাধিতঃ’ অর্থাৎ যে হেতুটি অন্য প্রমাণের দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তাকে বাধিত হেত্বাভাস বলে। অর্থাৎ যেখানে হেতুটি পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় সেখানে অন্য প্রমাণের দ্বারা যদি সাধ্য পক্ষের অভাবটি প্রমাণিত হয়ে পড়ে তবে বাধিত হেত্বাভাস হবে। যথা—‘বহ্নিবনুল্লো দ্রব্যত্বাৎ’। এখানে দ্রব্যত্ব হেতুটি পক্ষ বহ্নিতে সাধ্য অনুস্নত্ব প্রমাণ করতে চায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পক্ষ বহ্নিতে সাধ্য অনুস্নত্বের অভাব অর্থাৎ উস্নত্ব প্রমাণিত থাকায় হেতুটি বাধিত হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত হয়েছে।

৩। Explain after Annambhatta, the nature of ব্যাপ্তি
(অন্নভট্টের অনুসরণে ব্যাপ্তির স্বরূপ আলোচনা কর)

or

What is ব্যাপ্তি ? How it can be ascertained? (ব্যাপ্তি কি? কিভাবে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়?)

or

Explain the nature and function of ব্যাপ্তি।

অথবা

অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কি?

উঃ ব্যাপ্তি শব্দটির অর্থ পরিব্যাপকতা অর্থাৎ একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকা বা একটি বিষয়ে অপর একটি নিয়মকে নিয়ত অনুগমন করা। এই জন্যই তর্কসংগ্রহকার আচার্য অন্নভট্ট বলেছেন—‘যত্র ধূমস্তত্রাহ্নিরিতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ’ অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্যের নামই ব্যাপ্তি। ‘যত্র ধূমঃ তত্র বহ্নিঃ’ যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি—এই বাক্যটিতে ধূম (হেতু) এবং বহ্নির (সাধ্যের) নিয়ত সহচার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি জ্ঞান অনুমিতির প্রধান অবলম্বন। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্য বা অব্যভিচার সম্বন্ধ না থাকলে ‘পর্বতো বহ্নিমান্’ এরূপ অনুমান হতে পারে না।

সাহচর্য নিয়মের দ্বারাই ব্যাপ্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু ধূম ও বহ্নির অনেকবার সাহচর্য বা সহাবস্থান দেখা দিয়েছে বলেই সকল ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য দেখা যাবেই—এমন কথাও বলা যায় না। অপর পক্ষে কোন মানুষের পক্ষেই লৌকিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিটি ধূম ও প্রতিটি বহ্নিকে দেখা সম্ভব নয়। নৈয়ায়িক মতে সামান্য লক্ষণ নামক অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমের সঙ্গে বহ্নির সাহচর্য প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা ধূমত্বের সঙ্গে বহ্নিত্বের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করি। ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা সকল ধূম ও সকল বহ্নিকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে সকল ধূমবান্ বস্তুই বহ্নিমান্।

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় প্রদর্শিত ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণ হল :

“ব্যাপ্তিস্তু সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং প্রকীর্্তিতম্” অর্থাৎ সাধ্যের অভাব যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণে না থাকাই ব্যাপ্তি। ‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ এই বচনটিতে সাধ্য বহ্নি পক্ষ = পর্বত এবং সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব; সাধ্যাভাববৎ = সাধ্য ভাবাধিকরণ—জলহ্রদঃ অবৃত্তিত্ব = বৃত্তিত্বাভাব। বৃত্তিত্ব শব্দের অর্থ আধেয়ত্ব। বহ্ন্যভাবাধিকরণে অর্থাৎ জলহ্রদে যে সমস্ত মৎস্য, শৈবালাদি থাকে তাহারা বহ্ন্য ভাবাধিকরণ বৃত্তি বলে তাদের মধ্যে বহ্ন্য ভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব আছে। ধূম বহ্ন্যভাবাধিকরণে অর্থাৎ জলহ্রদে থাকে না। ধূমে বহ্ন্যভাবাধিকরণবৃত্তিত্বের অভাবই বহ্নির ব্যাপ্তি।

“যত্রধূমঃ তত্র বহ্নিঃ”—অর্থাৎ যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি থাকবে। বহ্নি (সাধ্য) নিয়ত ধূমকে (হেতুকে) অনুগমন করে। যেটি ব্যাপ্ত হয় তাকে ‘ব্যাপ্য’ এবং যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তাকে ব্যাপক বলা হয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে। সাধ্য ব্যাপক এবং হেতু তার ব্যাপ্য—অতএব উক্ত অনুমিতি স্থলে বহ্নিব্যাপক এবং ধূম ব্যাপ্য—কারণ বহ্নির দ্বারা ধূম ব্যাপ্ত হয়েছে। বহ্নি (সাধ্য) ধূমকে (হেতুকে) নিয়ত অনুগমন করে, কিন্তু

ধূম (হেতু) বহ্নিকে (সাধ্যকে) নিয়ত অনুগমন করে না—কারণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে ধূম থাকে না কিন্তু বহ্নি থাকে। সুতরাং ধূম থাকলে বহ্নি থাকবেই, কিন্তু বহ্নি থাকলে ধূম থাকবেই এমন কথা বলা যায় না, অর্থাৎ ধূম দেখে বহ্নির অনুমান সম্ভব হলেও বহ্নি দেখে ধূমের অনুমান করা সম্ভবপর হয় না।

আচার্য অন্নভট্ট দীপিকায় বলেছেন ‘সাহচর্যং সামানাধিকরণ্যং তস্য নিয়মঃ হেতুসামানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ’। সাহচর্য শব্দের অর্থ সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একই অধিকরণে থাকা, তার নিয়ম অর্থাৎ হেতুর (ধূমের) অধিকরণে (পর্বতে) বর্তমান যে অত্যন্তাভাব তার প্রতিযোগী (যার অভাবের জ্ঞান হয় তাকে প্রতিযোগী বলে) নয় এরূপ যে সাধ্য (বহ্নি) তার সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। যথা—‘পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ এখানে ধূমাধিকরণ পর্বতে ঘটাদির অভাব বলে ঘটাদি বস্তু তার প্রতিযোগী এবং ধূমাধিকরণে বহ্নির অভাব না থাকায় বহ্নি প্রতিযোগী হয় না। এরূপ বহ্নির সংগে ধূমের সামানাধিকরণ্যই এখানে ব্যাপ্তি। অপর পক্ষে ‘ধূমবান্ বহ্নেঃ’ এই বচনটিতে ধূমসাধ্য, বহ্নি হেতু। বহ্নির অধিকরণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড, তাতে ঘটাদি বস্তুর অভাব আছে বলে ঘটাদি তার প্রতিযোগী আবার হেত্বাধিকরণে (উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে) ধূমেরও অভাব আছে বলে ধূম তার প্রতিযোগী হয়েছে। ধূমের সংগে বহ্নির সামানাধিকরণ্য হয় নি বলে বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নয়। এরূপ ব্যভিচারী বহ্নিতে ব্যাপ্তি লক্ষণ যাবে না—সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষও হবে না। কিন্তু মহানসীয় ধূমাধিকরণে পর্বতীয় বহ্নির অভাব, আবার পর্বতীয় ধূমাধিকরণে মহানসীয় বহ্নির অভাব—এরূপ চালনীন্যায়ানুসারে সকল ধূমাধিকরণে সকল বহ্নির অভাব থাকবে এবং বহ্নিমাত্র ধূমাধিকরণে বর্তমান অভাবের প্রতিযোগী হবে। কাজেই বহ্নি ধূম সামানাধিকরণ হলেও ধূমে ব্যাপ্তি লক্ষণ হবে না—ব্যাপ্তি লক্ষণ হবে অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট। এই অব্যাপ্তি পরিহারের জন্য ব্যাপ্তি লক্ষণটিকে নিম্নানুরূপে প্রকাশ করতে হবে, যথা : ‘হেতুসামানাধিকরণভাবপ্রতিযোগী অবচ্ছেদকং যৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ’। অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে থাকে যে অভাব তার প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক (কোন ধর্ম বা ধর্মীকে অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মী থেকে আলাদা করার জন্য যে ধর্মকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হয় তাকে অবচ্ছেদক বলে) নয় এমন সাধ্য অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশেষিত) সাধ্যের সঙ্গে সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। বিদগ্ধ পশ্চিমতমগুলী এরূপ বহু সূক্ষ্ম বিশেষণ লক্ষণাংশে যোজনা করে ব্যাপ্তির সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। নব্য নৈয়ায়িক গজ্ঞেশোপাধ্যায় ‘অনুমানচিন্তামণি’ তে ব্যাপ্তির বিভিন্ন আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত পাঁচটি লক্ষণ প্রদর্শন করে খণ্ডন করেছেন। ‘অনুমান চিন্তামণির’ এই অংশটি ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে প্রসিদ্ধ।

৪। Define পরামর্শ after Annambhatta and assess its role in the process of অনুমান।

উঃ ‘অনুমিতিকরণমনুমানম্’ অর্থাৎ অনুমিতির করণকে অনুমান বলে। অনুমান সর্বদাই প্রত্যক্ষপূর্বক হয় বলে প্রত্যক্ষটি কারণ এবং অনুমানটি কার্য হয়। আচার্য অন্নভট্ট অনুমানের লক্ষণ করেছেন—‘পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতি’ অর্থাৎ পরামর্শ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলে। পরামর্শ একপ্রকার জ্ঞান। সংশয়ান্তর প্রত্যক্ষ পরামর্শ জন্য হলেও পক্ষতা সাপেক্ষ না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয় না। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ অনেকে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি জ্ঞানকে আবার অনেকে লিঙ্গাপরামর্শকে অনুমান প্রমাণ বলেছেন। ‘ন্যায়বার্তিক’কার উদ্যোত করের মতে লিঙ্গাপরামর্শের অব্যবহিত পরে অনুমিতি উৎপন্ন হয় তাই লিঙ্গ পরামর্শই অনুমান। কারণ, পরামর্শের জ্ঞান না হলে অনুমিতি হতে পারে না। ভাষাপরিচ্ছেদ মতে পরামর্শের লক্ষণ হলো—“বৃত্তিত্বধীঃ ব্যাপ্তস্য পক্ষবৃত্তিত্বধী পরামর্শ উচ্যতে” অর্থাৎ ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতি রূপ অনুভবের কারণ এবং এই কারণের ব্যাপারটিই পরামর্শ। সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুটির পক্ষধর্মতা অর্থাৎ হেতুটি পক্ষে অবশ্যই আছে এরূপ জ্ঞানকে পরামর্শ বলে।

আচার্য অন্নভট্টও বলেছেন—‘ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানং পরামর্শঃ’ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুটির পক্ষে থাকার নিশ্চয় জ্ঞানই পরামর্শ। সুতরাং পরামর্শটি একটি বিশিষ্ট জ্ঞান এবং এই বিশেষ জ্ঞানের বিষয় হলো—পক্ষ, হেতু ও ব্যাপ্তি। এই তিনটি পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পরামর্শকে বোঝায়। যেমন—‘বহিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ’ এটি হলো পরামর্শ জ্ঞান। এখানে পক্ষ পর্বত, হেতু ধূম এবং ব্যাপ্তিটি হলো বহিব্যাপ্য ধূম অর্থাৎ বহির সংগে ধূমের নিয়ত বা অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। এই নিয়ত বা অবিনাভাব সম্বন্ধটি হলো ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব। যে বস্তুটি যা থেকে অধিক স্থানে থাকে না তাতে তার ব্যাপ্তি থাকে। যেমন ধূম বহি ভিন্ন অন্যত্র থাকে না বলে ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রতিযোগীকে ব্যাপক এবং অনুযোগীকে ব্যাপ্য বলে। এখানে ধূম ব্যাপ্য ও বহি ব্যাপক। পর্বতে ধূমদর্শনের পর ধূম ও বহির পূর্বজ্ঞাত নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতি হয় এবং উক্ত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমই পর্বতে দেখা যাচ্ছে বলে বহিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ রূপ পরামর্শ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই পরামর্শ জন্য জ্ঞানকে অনুমিতির লক্ষণ এবং ‘পর্বতঃ বহিমান্’ জ্ঞানকে অনুমিতি বলা হয়।

অন্নভট্ট দীপিকাটীকায় পরামর্শ লক্ষণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—‘ব্যাপ্তি বিষয়কং যৎ পক্ষধর্মতা জ্ঞানং স পরামর্শ ইত্যর্থঃ’ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বিষয়ক যে পক্ষধর্মতা জ্ঞান তাই হলো পরামর্শ। ব্যাপ্তি বিষয়ক পক্ষধর্মতা রূপে ‘ব্যাপ্তি বিশিষ্ট’ বিশেষণটি না বললে কেবল মাত্র ‘ধূমবান্ পর্বতঃ’ এরূপ জ্ঞানের দ্বারা ‘পর্বতো বহিমান্’ অনুমিতি হতে পারবে না।

মীমাংসামতে পক্ষধর্মতা জ্ঞান এবং ব্যাপ্তির স্মৃতি থেকেই অনুমিতি উৎপন্ন হয় বলে পরামর্শ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই। কেননা, অবশ্য স্বীকার্য পূর্ববর্তী পদার্থকে কারণ স্বীকার করলেই কার্য সিদ্ধি হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত কিছু স্বীকারে গৌরব দোষ হয়। জবাবে অন্নভট্ট দীপিকায় বলেছেন যে ‘বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূম পর্বতে দেখা যাচ্ছে এরূপ অপরের বাক্য শুনে পর্বতে যে বহ্নির জ্ঞান হয় সেখানে শব্দ পরামর্শকে অনুমিতির কারণ বলতে হয় কিন্তু অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়তপূর্ববর্তিত্বরূপ বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই কার্য সিদ্ধি হয়। স্বার্থানুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞান কারণ হয় আর পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে শব্দ পরামর্শ কারণ হয় বললে কোন কার্যের সাধারণ কারণ নির্ণয় করা যায় না। একাধিক কারণ স্বীকার অপেক্ষা পরামর্শ স্বীকার করলে গৌরবের বদলে লাঘবই হয়।

পরামর্শের অনুমিত্ব নির্ধারণে অন্নভট্ট উদয়নাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের ‘জায়মান লিঞ্জাই অনুমান প্রমাণ’ এরূপ মতবাদ খণ্ডন করেছেন। কেননা, অতীত ও ভবিষ্যৎ লিঞ্জোতে কারণত্বের ব্যভিচার ঘটে। আচার্য অন্নভট্ট নবীন নৈয়ায়িকাচার্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতানুযায়ী ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ এবং পরামর্শকে ব্যাপার বলেছেন। অর্থাৎ ব্যাপার বিশিষ্ট কারণটিই কারণ। ব্যাপার হলো—‘তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো ব্যাপারঃ’ অর্থাৎ যেটি কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে কারণের কার্যকে উৎপন্ন করে। যেমন—ব্যাপ্তিজ্ঞান থেকে পরামর্শ উৎপন্ন হয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞানের কার্য যে অনুমিতি তাকে উৎপন্ন করে। অতএব অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পরামর্শ হলো অনুমিতির ব্যাপার। মতান্তরে—‘ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্’ অর্থাৎ যে কারণটি কখনও ফল বা কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, সেইটি করণ। এই মতে পরামর্শই করণ। আচার্য অন্নভট্ট এই মত অনুসরণ করে পরামর্শকে করণ বলেছেন। এখানে অন্নভট্ট প্রাচীন মতানুসারী।

৫। ‘উপাধি’ কাকে বলে? প্রকারভেদসহ উপাধিগুলি আলোচনা কর।

উঃ অসিদ্ধি হেত্বাভাস আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নভট্ট উপাধির ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ কোন হেতু যখন উপাধি বিশিষ্ট হয় তখন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যে হেতুটি সাধ্যের ব্যাপক হয়েও সাধনের অব্যাপক হয় তাকে উপাধি বলে। ‘সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিত্বম্’। সাধ্য ব্যাপকত্বটি হলো সাধ্যের সংগে একই অধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব তার অপ্রতিযোগী হওয়া অর্থাৎ সাধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান থাকা। সাধনাব্যাপকটি হলো—হেতুর অধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে না থাকা। যথা—‘পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ’ অর্থাৎ পর্বতটি ধূম বিশিষ্ট, যেহেতু পর্বতে বহ্নি আছে। এখানে ‘আর্দ্রেন্দ্রনসংযোগটি’ উপাধি। কারণ, যেখানে যেখানে ধূম আছে সেখানে সেখানে ‘আর্দ্রেন্দ্রনসংযোগ’ আছে (এখানে ধূম সাধ্য ও বহ্নি হেতু)। তাই এটি সাধ্যব্যাপক। কিন্তু যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে সেখানে আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগ নাই, যেমন—তপ্ত লৌহগোলকে বহ্নি আছে কিন্তু আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগ নাই। তাই এটি সাধনাব্যাপক। তাই

উপাধি সংযুক্ত হওয়ায় হেতুটি ব্যাপ্যত্বসিদ্ধ দোষদুষ্টি।

আচার্য অন্নভট্ট 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে উপাধির লক্ষণ আলোচনার পর দীপিকা টীকায় চার প্রকার উপাধির বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করেছেন। যথা—(১) কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধি, (২) পক্ষধর্মান্বিত সাধ্যব্যাপক উপাধি, (৩) সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি, (৪) উদাসীন ধর্মান্বিত সাধন্যব্যাপক উপাধি।

(১) কেবল সাধ্যব্যাপক উপাধি :—পূর্বোক্ত আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগ উপাধিটি কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধি রূপে পরিচিত। কারণ আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগটি কেবলমাত্র ধূমের অধিকরণেই থাকে তাই সেটি সাধ্যের অধিকরণে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না। সুতরাং এই হেতুটি সাধ্য ধূমের ব্যাপক। পক্ষান্তরে আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগটির হেতু বহির অব্যাপক। কারণ, যেখানে যেখানে বহি থাকে সেখানে সেখানে আর্দ্রেন্দ্রনসংযোগ থাকে না। যেমন—তণ্ডুলৌহগোলকে আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগ নাই। অতএব হেতুর অধিকরণে থাকা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় আর্দ্রেন্দ্রন সংযোগটি হেতু বহির অব্যাপক হওয়ায় কেবল সাধ্যব্যাপক উপাধি হয়েছে।

(২) পক্ষধর্মান্বিত সাধ্যব্যাপক উপাধি :—যে উপাধিটি পক্ষধর্মান্বিত সাধ্যের ব্যাপক হয়ে হেতুর অব্যাপক হয় তাকে পক্ষধর্মান্বিত সাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। যেমন—বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ, যেহেতু এটি প্রত্যক্ষ স্পর্শের আশ্রয়। যেমন ঘট। এরূপ অনুমিতি স্থলে সাধ্য প্রত্যক্ষত্ব, হেতু প্রত্যক্ষ স্পর্শাশ্রয়ত্ব এবং পক্ষ বায়ু। পক্ষধর্মটি হলো বহিঃ দ্রব্যত্ব এবং উপাধি উদ্ভূতরূপবত্ত্ব। যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষত্ব আছে সেখানে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব আছে, একথা বলা যাবে না। কারণ রূপে প্রত্যক্ষত্ব আছে কিন্তু উদ্ভূতরূপবত্ত্ব নাই। তাই উদ্ভূতরূপবত্ত্ব কেবল সাধ্যের ব্যাপক নয়। পরন্তু পক্ষ বায়ুর যে ধর্ম 'বহিঃদ্রব্যত্ব' তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় সাধ্যের ব্যাপক। আবার এই উপাধি কেবল 'প্রত্যক্ষত্ব' সাধ্যের ব্যাপক নয়। কারণ আত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হওয়ায় আত্মায় উদ্ভূতরূপবত্ত্বনাই। অতএব উদ্ভূতরূপবত্ত্বটি বহিঃ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বের অর্থাৎ পক্ষধর্মান্বিত সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতু প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বের অব্যাপক হওয়ায় একে পক্ষধর্মান্বিত সাধ্যব্যাপক বলা হয়েছে।

(৩) সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি :—যে উপাধি সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয়ে হেতুর অব্যাপক হয় তাকে সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি বলে। যেমন—ধ্বংসাত্মক বিনাশী, যেহেতু এটি উৎপন্ন হয়। এখানে সাধ্য বিনাশী এবং হেতু বা সাধন হলো উৎপত্তিশীলত্ব। সুতরাং সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য হলো উৎপত্তিশীলত্ব বিশিষ্ট বিনাশীত্ব। এখানে উপাধি হলো—'ভাবত্ব'।

লক্ষ্য করার বিষয় ভাবত্বটি কেবল সাধ্য বিনাশীত্বের ব্যাপক নয়। কেননা, যেটি যেটি বিনাশশীল সেটি সেটি ভাব পদার্থ, এরূপ বলা যায় না, যেহেতু প্রাগভাব বিনাশশীল হলেও ভাব পদার্থ নয়। আবার ভাবত্বটি সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক। ধ্বংসাত্মক উৎপত্তিশীল

হলেও ভাব পদার্থ। এভাবে ভাবত্বটি সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতু উৎপত্তিশীলত্বের অব্যাপক হওয়ায় সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি নামে অভিহিত।

(৪) উদাসীন ধর্মানবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক উপাধি ঃ—এখানে উদাসীন ধর্ম বলতে বোঝায় যে ধর্মটি পক্ষেও থাকে না আবার হেতুতেও থাকে না এমন নিরপেক্ষ ধর্ম। সুতরাং যে উপাধিটি উদাসীনধর্মানবচ্ছিন্ন হয়ে সাধ্যের ব্যাপক হয় কিন্তু হেতুর অব্যাপক হয় তাকে উদাসীনধর্মানবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি বলে। যেমন—প্রাগভাব বিনাশী, যেহেতু এটি প্রমেয়। এখানে সাধ্য বিনাশীর এবং হেতু প্রমেয়ত্ব, উদাসীন ধর্ম হলো জন্যত্বাবচ্ছিন্ন ভাবত্ব উপাধি হলো ‘ভাবত্ব’। জন্যত্ব পক্ষ প্রাগভাবের ধর্ম নয়, কারণ প্রাগভাব অনাদি। জন্যত্বটি সাধন প্রমেয়ত্বেরও ধর্ম নয়। কারণ, আত্মা, পরমাণু প্রভৃতি প্রমেয়পদার্থ উৎপত্তিশীল নয়। যেটি যেটি জন্যত্বাবচ্ছিন্ন বিনাশশীল সেটি সেটি ভাব পদার্থ হলেও সেটি সেটি প্রমেয় নয়। তাই ভাবত্বটি উদাসীন ধর্মানবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতু প্রমেয়ত্বের অব্যাপক হওয়ায় এটি উদাসীনধর্মানবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক উপাধি হয়েছে।

व्याख्या

हेत्वाभासः—हेतु + आभासः = हेत्वाभासः । आभासः दोषः । हेतुघटितः दोषः हेत्वाभासः । तर्कसंग्रहकारेण तस्य ग्रन्थे हेत्वाभासस्य किमपि लक्षणं न प्रदत्तम् । नव्यन्याये हेत्वाभासस्य लक्षणे उक्तम्—‘आभासन्ते इति आभासाः दोषाः । हेतोः आभासाः हेत्वाभासाः’ । हेत्वाभासस्य अपरमपि लक्षणं दृश्यते—‘हेतुवत् आभासन्ते ये ते हेत्वाभासाः’ । अर्थात् यच्च न्यायवाक्यं हेतुरिव प्रतीतः भवति, किन्तु यस्मिन् हेतोः धर्माः अनुपस्थिताः, तत् हेत्वाभासः । संक्षेपतः दुष्टः हेतुः हेत्वाभासः । न्यायशास्त्रे हेतुमाश्रित्य अनुमानवाक्यस्य वैधता विचार्यते । हेतुः यदि सत् तथा शुद्धः भवति तर्हि अनुमानं यथार्थं भवति, अन्यथा अयथार्थम् । तर्कसंग्रहटीकाकारेण गोवर्द्धनमिश्रेण हेत्वाभासस्य लक्षणे उक्तम्—‘हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासाः दुष्टहेतवः’ । श्रीमाधवाचार्येण उक्तम्—‘असाधको हेतुत्वेनाभिमतो हेत्वाभासाः’ ।

हेत्वाभासः पञ्चविधः—सव्यभिचारः, विरुद्धः, सत्प्रतिपक्षः, असिद्धः, वाधितश्च । सव्यभिचारः हेत्वाभासः पुनस्त्रिविधः—साधारणः, असाधारणः, अनुपसंहारी च ।

साधारणः अनैकान्तिकः—तत्र साध्याभाववत्वृत्तिः साधारणः अनैकान्तिकः । यथा—पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् ।

असाधारणः अनैकान्तिकः—सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः । यथा—शब्दः नित्यः शब्दत्वात् ।

अनुपसंहारी—अन्वयव्यातिरेकदृष्टान्तरहितः अनुपसंहारी । यथा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् ।
विरुद्धः—साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा शब्दः नित्यः कृतकत्वात् ।

सत्प्रतिपक्षः—यस्य साध्याभावसाधकहेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः । यथा—शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् ।

असिद्धहेत्वाभासः पुनस्त्रिविधः—आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्च ।

आश्रयासिद्धः—आश्रयस्य तथा पक्षस्य असिद्धत्वात् आश्रयासिद्धः । यथा—गगनारविन्दं सुरभिः अरविन्दत्वात् ।

स्वरूपासिद्धः—पक्षे हेतुरभावः स्वरूपासिद्धः । यथा—शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात् ।

व्याप्यत्वासिद्धः—सोपाधिकहेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः । यथा—पर्वतः धूमवान् वह्निमत्त्वात् ।

वाधितः हेत्वाभासः—यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स वाधितः । यथा—वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् ।

उपाधिः— उपाधिः न्यायदर्शनस्य कश्चित् पारिभाषिकशब्दविशेषः । व्याप्यत्वासिद्धहेत्वाभासस्य संज्ञामुखेन उपाधिशब्दः तर्कसंग्रहकारेण उक्तः— 'सोपाधिकहेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः' । उपाधियुक्तहेतुः सोपाधिकः । उपाधियुक्तहेतुः दुष्टहेतुः ।

कश्च उपाधिः ? उच्यते—कस्यचित् पदार्थस्य स्वधर्मः यदा समीपवर्तिनि अन्यस्मिन् पदार्थे संक्रमितः आरोपितः वा भवति स उपाधिसंज्ञकः भवति—'उप समीपवर्तिणि पदार्थे आदधाति संक्रामयति स्वीयं धर्मम् इति उपाधिः' । धर्मः गुणः । गुणः गुणिनं समवायसम्बन्धेन आश्रयते । धर्मेण गुणेन वा धर्मिणः गुणिनः वा स्वातन्त्र्यं रक्ष्यते । विजातीये वस्तुनि धर्मस्य आश्रयः न भवति । यथा लौहित्यं समवायसम्बन्धेन जवाकुसुमम् आश्रयते । जवाकुसुमस्य विनाशपर्यन्तं लौहित्यं तत्र विराजते । अथ लौहित्यं जवाकुसुमस्य धर्मः । किन्तु तत् जवाकुसुमं यदा स्वच्छस्फटिकस्य संस्पर्शे आयाति तदा स्वच्छस्फटिकं लौहित्यं प्राप्नोति । लौहित्यं स्फटिकस्य न धर्मः, स्फटिकस्य उपाधिः । स्फटिकस्य लौहित्यं मिथ्या । अथ तत् उपाधिः ।

नैयायिकदृशा उपाधिलक्षणम्—'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधिः' । साध्यव्यापकत्वेन बोध्यते यत् साध्यसमाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् । यथा—'पर्वतः वह्निमान् धूमात्'—अत्र धूमाधिकरणे वह्नौ आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः । अन्नम्भटेन चतुर्विधः उपाधिः उक्तः—(१)केवलसाध्यव्यापकः, (२) पक्षधर्मावच्छिन्नः साध्यव्यापकः, (३) साधनावच्छिन्नः साध्यव्यापकः (४) उदासीनधर्मावच्छिन्नः साध्यव्यापकश्च ।

उपमितिः—न्यायदर्शनसम्मतं तृतीयं प्रमाणम् उपमानम्— प्रत्यक्षानुमानमुपमानशब्दश्चेति । प्रत्यक्षानुमानयोरिव उपमितिरपि यथार्थानुभवः । अथ यथार्थानुभवस्य करणरूपेण उपमानमपि स्वतन्त्रं प्रमाणम् । उपमितेः असाधारणं कारणं तथा कारणं हि उपमानम् — उपमितिकरणम् उपमानम् । असाधारणत्वं नाम व्यापारवत्त्वम् । यच्च कारणं स्वव्यारेण उपमितिज्ञानस्य जनकः भवति तत् व्यापारवत् कारणं हि उपमानप्रमाणम् । साधर्म्यज्ञानं सादृश्यज्ञानं वा अवलम्ब्य उपमितिः प्रवर्तते ।

का च पुनः उपमितिः ? तर्कसंग्रहकारेण उक्तम्— 'संज्ञा—संज्ञिसम्बन्धज्ञानम्

उपमितिः'। अर्थात् संज्ञासंज्ञिनोः सादृश्यज्ञानमेव उपमितिः। संज्ञा हि नाम पदं वा। संज्ञी च नाम्ना विशिष्टः वस्तुविशेषः। इत्थं पदार्थयोः सम्बन्धः तथा वाच्यत्वज्ञानमेव उपमितिः। उल्लेख्यं यत् पदार्थयोः सम्बन्धज्ञानार्थं न कस्यचित् तृतीयजनस्य प्रयोजनम् किन्तु आप्तोपदेशस्य प्रयोजनं विद्यते। कस्यचित् आप्तजनस्य उपदेशं स्मृत्वा ज्ञाता स्वयमेव किञ्चित् ज्ञानं लभते। एवम्बिधस्य ज्ञानस्य करणं सादृश्यज्ञानम् तथा तच्च सादृश्यज्ञानमेव उपमानम्।

दृष्टान्तमुखेन तर्कसंग्रहकारेण उक्तम्—यथा केनचित् जनेन 'गवय' इति शब्दः श्रुतः। किन्तु गवयः तेन अज्ञातः। एकस्मात् आरण्यकपुरुषात् सः ज्ञातः यत् गवयः गोसदृशः प्राणीविशेषः। ततः स वनं गत्वा गोसदृशं प्राणीविशेषं दृष्टवान्। ततः तेन आप्तपुरुषस्य आरण्यकजनस्य उपदेशः स्मृतः। आरण्यकपुरुषस्य उपदेशानुसारं तेन ज्ञातं यत् गोसदृशः प्राणी अयं गवयः इति। अत्र आरण्यकपुरुषः आप्तः गोसदृशः इति वाक्यं संज्ञा, संज्ञी च विशिष्टः प्राणी गवयः। नव्यजनस्य आरण्यकपुरुषसहायेन उपलब्धं ज्ञानम् उपमानम्।

व्याख्या

व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः।

न्यायवैशेषिकस्वीकृतेषु चतुर्विंशतिगुणेषु बुद्धिः अन्यतमा । बुद्धिस्तु द्विविधा—स्मृतिः अनुभवश्च । अनुभवश्च पुनर्द्विविधः—यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवश्च । अयथार्थानुभवः पुनस्त्रिविधः—संशय—विपर्यय—तर्कश्चेति ।

अयथार्थानुभवः अप्रमा । तर्कोऽपि अप्रमा । तथापि न्यायदर्शने तर्कः अतीव गुरुत्वपूर्णः । यतः न्यायशास्त्रम् तर्कशास्त्रम् इत्यभिहितं भवति । तर्कस्य स्वरूपवर्णने अन्नम्भट्टेन उक्तः—व्याप्यारोपेण व्याप्यारोपस्तर्कः । अर्थात् व्यापस्य आरोपपूर्वकं व्यापकस्य आरोपः तर्कः । अत्र व्याप्यशब्दस्यार्थः आपाद्यः अर्थात् यः साधितः भवेत् । व्यापकश्च आपादकः, येन साधितः भवेत् । आरोपः आहार्यज्ञानम् भ्रमात्मकज्ञानम् इच्छा—जन्यञ्च—‘वाधकालीनेच्छाजन्यत्वम् आहार्यत्वम्’ । तर्कितपदार्थविषयकं ज्ञानं सत्त्वेऽपि इच्छापूर्वकम् अयथार्थज्ञानारोपः तर्कः ।

अन्नम्भट्टेन तर्कस्य दृष्टान्तः उपस्थापितः—यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति । कश्चित् जनः पर्वते धूमं दृष्ट्वा तत्र वह्नेरस्तित्वं अनुमानं करोति । किन्तु सन्देहप्रवणः तस्य सहचरः इच्छापूर्वकं तत्र वह्नेः अस्तित्वे सन्दिग्धः जातः । तदा प्रथमः जनः वह्निधूमयोः कार्यकरणसम्बन्धः अवहितः सन् अवदत्—‘यद्यत्र वह्निर्न स्यात्, तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति’ । अत्र धूमाभावः आपाद्यः आपादकस्तु वह्नयभावः । वह्नेरसत्त्वे एतत् स्वीकार्यं यत् धूमः वह्नेः कार्यं न स्यात् । इत्याकारः आहार्यारोपः तर्कः ।

सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः।

सद्धेतोः त्रिविधः धर्मः—पक्षवृत्तिः सपक्षवृत्तिः विपक्षवृत्तिश्चेति । कस्तावत् पक्षः ? न्यायदर्शने अनुमानप्रमाणस्य विषयत्रयः उपलभ्यते—पक्षः

साध्यः हेतुश्च । पक्षस्य स्वरूपनिर्णये तर्कसंग्रहकारेण उक्तः— 'सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः' । पक्षः अधिकरणम् । साध्यः पक्षे अवस्थीयते । यस्मिन् अधिकरणे साध्यविषयस्य अस्तित्वे सन्देहः जायते स पक्षः । अर्थात् सन्दिग्धसाध्यस्य आश्रयः पक्षः । यस्य साधनं करणीयम् स साध्यः । यथा—पर्वतः वह्निमान् धूमात् । अस्मिन् अनुमानवाक्ये पर्वतः पक्षः वह्निमत्त्वं साध्यः धूमवत्त्वं च हेतुः । साध्यस्य वह्नेः आश्रयः पर्वतः अत्र पक्षः । अस्मिन् अनुमानवाक्ये साध्यः वह्निः न निश्चितः परन्तु सन्दिग्धः । पर्वतसमीपवती कश्चित् जनः पर्वतात् उदगतं धूमं पश्यन् तत्र वह्नेरवस्थानविषये सन्दिग्धः जातः । यतः पूर्वं महानसादौ तेन वह्निधूमयोः साहचर्यनियमः प्रत्यक्षीकृतः । पर्वतात् उदगतः धूमः तेन दृष्टः न तु वह्निः । शीतकाले जलाशयादपि धूमः उच्चरति । अथ अत्र वह्नेः अवस्थितिः सन्दिग्धः न तु निश्चितः । सन्दिग्धस्य साध्यस्य वह्नेः आश्रयः पर्वतः । अथ पर्वतः पक्षः ।

यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमः व्याप्तिः ।

अनुमानपरिच्छेदे परामर्शलक्षणात् परम् अन्नम्भट्टपादेन व्याप्तिलक्षणं प्रदत्तम्— 'यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमः व्याप्तिः । लक्षणं 'यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति' अंशः व्याप्तेः अभिनयः तथा दृष्टान्तः । 'साहचर्यनियमः' इति व्याप्तिलक्षणम् । साहचर्यं समानाधिकरण्यम् । यौ द्वौ पदार्थौ एकस्मिन् अधिकरणे समं चरतः तथा विद्यमानौ तौ परस्परं सहचरः । सहचरस्य भावः साहचर्यम् । साहचर्यस्य नियमः— 'साहचर्यं समानाधिकरण्यं तस्य नियमः' । 'नियमः' शब्देन नियतशब्दः बोध्यः । अर्थात् नियतसाहचर्यम् हि व्याप्तिः । व्याप्तेः दृष्टान्तमुखेन तर्कसंग्रहकारेण उक्तम्— यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति । महानसादौ अग्निप्रज्वलनात् पूर्वं आर्द्रेन्धनसंयोगवशात् धूमोद्गिरणं भवति । भूयः भूयः दर्शनेन प्रत्यक्षदर्शिनाम् एतत् ज्ञानं जायते यत् यत्र धूमः

तत्र वह्निः इति । महानसे धूमाग्नीसहचारसम्बन्धेन विद्यमानौ स्तः । अयं नियतसहचारसम्बन्धः एव व्याप्तिः ।

अत्र धूमः व्याप्यः अग्निश्च व्यापकः । व्याप्येन सह व्यापकस्य समन्धः व्याप्तिः । व्याप्यत्वं नाम स्वल्पदेशवृत्तित्वम्, व्यापकत्वं अधिकदेशवृत्तित्वम् । फलतः यत्र धूमस्तत्राग्निरिति व्याप्तिः । किन्तु यत्राग्निस्तत्र धूमः इति सर्वथा न न सत्यम् । यथा ज्वलन्तलौहपिण्डः ।

व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः ।

परामर्श—अनुमिति —अनुमानं परस्परसापेक्षम् । यतः व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः परामर्शजन्यज्ञानम् अनुमितिः अनुमितिकरणम् अनुमानम् ।

परा—मृश+घञ् = परामर्शः । परामर्शस्य संज्ञामुखेन तर्कसंग्रहकारेण उक्तः—‘व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः’ । अर्थात् परामर्शः व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोः पक्षसत्त्वज्ञानम् । व्याप्तिविशिष्टहेतुः पक्षे अवस्थितः—इत्याकारं ज्ञानं परामर्शः । अथ न्यायशास्त्रानुसारं परामर्शः विशिष्टज्ञानमेकम् । अस्मिन् ज्ञाने व्याप्ति—हेतु—पक्षधर्मता विषयः भवति । एवंविधः परामर्शः अनुमितेः जनकः । परामर्शज्ञाने विशेष्यांशः पक्षः । हेतुः तादृशस्य पक्षस्य विशेषणम् तथा च व्याप्तिः हेतोः विशेषणरूपेण प्रतिभाति ।

अयं पर्वतः वह्निमान्—इति अनुमितेः जनकः परामर्शज्ञानं भवेत् ‘वह्निव्याप्यधूमवानोऽयं पर्वतः । अत्र पक्षः पर्वतः विशेष्यम्, हेतुः धूमः तस्य विशेषणम्, तथा च वह्निव्याप्यधूमः तथा हेतुः तस्य विशेषणम् । ततः वह्निव्याप्यधूमविशिष्टः अयं पर्वतः—इत्याकारं ज्ञानं जायते । तत् ज्ञानमेव परामर्शः ।

१. अनुमानं किम्
 १। अनुमानं किम्?
 उत्तर : अनुमितिकरणम् अनुमानम् ।
 उः अनुमितिकरणम् अनुमानम् ।
 २. अनुमितिः का भवति ?
 २। अनुमितिः का भवति ?
 उत्तर : परामर्शजन्यज्ञानम् अनुमितिः ।
 उः परामर्शजन्यज्ञानम् अनुमितिः ।
 ३. परामर्शः कः भवति ?
 ३। परामर्शः कः भवति ?
 उत्तर : व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः ।
 उः व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः ।
 ४. परामर्शस्य उदाहरणं दीयताम् ?
 ४। परामर्शस्य उदाहरणं दीयताम् ?
 उत्तर : यथा वह्निव्याप्यधूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः ।
 उः यथा वह्निव्याप्यधूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः ।
 ५. व्याप्तिः का भवति ?
 ५। व्याप्तिः का भवति ?
 उत्तर : यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्यनियमः व्याप्तिः ।
 उः यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्यनियमः व्याप्तिः ।
 ६. पक्षधर्मता का भवति ?
 ६। पक्षधर्मता का भवति ?
 उत्तर : व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता ।
 उः व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता ।

७. अनुमानं कतिविधं भवति ?

१। अनुमानं कतिविधं भवति ?

उत्तर : अनुमानं द्विविधम्—स्वार्थानुमानं परार्थानुमानञ्च ।

उ० अनुमानं द्विविधम् — स्वार्थानुमानं परार्थानुमानञ्च ।

८. स्वार्थानुमानं किम् ?

८। स्वार्थानुमानं किम् ?

उत्तर : तत्र स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः । स्वार्थानुमाने न्यायवाक्यपञ्चकस्य आवश्यकता नास्ति । स्वयमेव भूयोदर्शनेन पूर्वपरिज्ञातां व्याप्तिं स्मृत्वा लिङ्गपरामर्शयोगेन या अनुमतिरुत्पद्यते तत् स्वार्थानुमानम् ।

उ० तत्र स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः । स्वार्थानुमाने न्यायवाक्यपञ्चकस्य आवश्यकता नास्ति । स्वयमेव भूयोदर्शनेन पूर्वपरिज्ञातां व्याप्तिं स्मृत्वा लिङ्गपरामर्शयोगेन या अनुमतिरुत्पद्यते तत् स्वार्थानुमानम् ।

९. किं तावत् परार्थानुमानम् ?

९। किं तावत् परार्थानुमानम् ?

उत्तर : प्रतिज्ञादिपञ्चन्यायवाक्यसहायेण अन्येषां प्रतीत्युत्पादनार्थं यत् अनुमानं भवति तत् परार्थानुमानम् ।

उ० प्रतिज्ञादिपञ्चन्यायवाक्यसहायेण अन्येषां प्रतीत्युत्पादनार्थं यत् अनुमानं भवति तत् परार्थानुमानम् ।

१०. न्यायदर्शनस्य पञ्चावयवाः के सन्ति ?

१०। न्यायदर्शनस्य पञ्चावयवाः के सन्ति ?

उत्तर : प्रतिज्ञा—हेतु—उदाहरण—उपनय—निगमनाणि न्यायदर्शनस्य पञ्चावयवाः सन्ति ।

उ० प्रतिज्ञा—हेतु—उदाहरण—उपनय—निगमनाणि न्यायदर्शनस्य पञ्चावयवाः सन्ति ।

११. किञ्च प्रतिज्ञावाक्यम् ?

११। किञ्च प्रतिज्ञावाक्यम् ?

उत्तर : तत्र साध्यविशिष्टपक्षबोधकवाक्यं प्रतिज्ञावाक्यम् । यथा—पर्वतः

वह्निमान्।

उत्तर : उक्त साध्यविशिष्टपक्षबोधकवाक्यं प्रतिज्ञावाक्यम्। यथा — पर्वतः वह्निमान्।

१२. कश्च हेतुः ?

१२। कश्च हेतुः ?

उत्तर : पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गबोधकं वाक्यं हेतुः। यथा—धूमवत्त्वात् इति।

उत्तर : पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गबोधकं वाक्यं हेतुः। यथा — धूमवत्त्वात् इति।

१३. किं तावत् उदाहरणम् ?

१३। किं तावत् उदाहरणम् ?

उत्तर : व्याप्तिप्रतिपादकं वचनम् उदाहरणम्। यथा—यः यः धूमवान् सः सः वह्निमान् इति।

उत्तर : व्याप्तिप्रतिपादकं वचनम् उदाहरणम्। यथा — यः यः धूमवान् सः सः वह्निमान् इति।

१४. उपनयः कः भवति ?

१४। उपनयः कः भवति ?

उत्तर : व्याप्तिविशिष्टत्वेन हेतोः पक्षवृत्तित्वात् प्रतिपादकं वचनम् उपनयः। यथा— वह्निवाप्यधूमवान् च अयम् इति।

उत्तर : व्याप्तिविशिष्टत्वेन हेतोः पक्षवृत्तित्वात् प्रतिपादकं वचनम् उपनयः। यथा — वह्निवाप्यधूमवान् च अयम् इति।

१५. निगमनं किम् ?

१५। निगमनं किम् ?

उत्तर : पक्षे साध्यस्य अबाधितत्वप्रतिपादकं वाक्यं निगमनम्।

यथा—वह्निवाप्यधूमवत्त्वात् वह्निमान् अयं पर्वतः इति।

उत्तर : पक्षे साध्यस्य अबाधितत्वप्रतिपादकं वाक्यं निगमनम्। यथा — वह्निवाप्यधूमवत्त्वात् वह्निमान् अयं पर्वतः इति।

१६. लिङ्गं कतिविधम् ?

१६। लिङ्गं कतिविधम् ?

उत्तर : लिङ्ग त्रिविधम्—अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी च।

उः लिङ्गां त्रिविधम् — अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी च।

१७. अन्वयव्यतिरेकिलिङ्गस्य लक्षणं किम्?

१९। अन्वयव्यतिरेकिलिङ्गस्य लक्षणं किम्?

उत्तर : अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिम् अन्वयव्यतिरेकीलिङ्गम्। यथा—वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम्।

उः अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिम् अन्वयव्यतिरेकिलिङ्गम्। यथा — वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम्।

१८. केवलान्वयिहेतोः किं लक्षणम्? किञ्च उदाहरणम्?

१८। केवलान्वयिहेतोः किं लक्षणम्? किञ्च उदाहरणम्?

उत्तर : अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयिलिङ्गम्। यथा—घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्।

उः अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयिलिङ्गम्। यथा — घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्।

१९. केवलव्यतिरेकिणः लक्षणं किम्? किञ्च उदाहरणम्।

१९। केवलव्यतिरेकिणः लक्षणं किम्? किञ्च उदाहरणम्।

उत्तर : व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि। यथा—पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्, यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद् गन्धवत्, यथा— जलम्। न चैयं तथा। तस्मान्न तथेति।

उः व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि। यथा — पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्, यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद् गन्धवत्, यथा — जलम्। न चैयं तथा। तस्मान्न तथेति।

२०. पक्षस्य लक्षणं किम्?

२०। पक्षस्य लक्षणं किम्?

उत्तर : साध्यप्रकारसन्देहविशेषत्वं पक्षत्वम्। यथा—पर्वतः वह्निमान् धूमवत्त्वात् इत्यत्र पर्वतः पक्षः।

उः साध्यप्रकारसन्देहविशेषत्वं पक्षत्वम्। यथा — पर्वतः वह्निमान् धूमवत्त्वात् इत्यत्र

पर्वतः पक्षः ।

११. सपक्षस्य (दृष्टान्तस्य) लक्षणं किम् ?

२१। सपक्षस्य (दृष्टान्तस्य) लक्षणं किम् ?

उत्तर : साध्यप्रकारकनिश्चयविशेषत्वं सपक्षत्वम् । यथा—पर्वतः वह्निमान् धूमवत्त्वात् । यथा महानसम् । इत्यत्र महानसम् सपक्षः ।

उ० साध्यप्रकारकनिश्चय विशेषत्वं सपक्षत्वम् । यथा — पर्वतः वह्निमान् धूमवत्त्वात् । यथा महानसम् । इत्यत्र महानसम् सपक्षः ।

२२. विपक्षस्य लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

२२। विपक्षस्य लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

उत्तर : साध्याभावप्रकारकनिश्चयविशेषत्वं विपक्षत्वम् । यथा—पर्वतः वह्निमान् धूमात् । इत्यत्र महाहृदः विपक्षः ।

उ० साध्याभावप्रकारकनिश्चय विशेषत्वं विपक्षत्वम् । यथा — पर्वतः वह्निमान् धूमात् । इत्यत्र महाहृदः विपक्षः ।

२३. हेत्वाभासः कः भवति ?

२३। हेत्वाभासः कः भवति ?

उत्तर : हेतु + आभासः = हेत्वाभासः । आभासः दोषः । हेतुघटितदोषः हेत्वाभासः । हेतुवत् आभासते इति हेत्वाभासः ।

उ० हेतु + आभासः = हेत्वाभासः । आभासः दोषः । हेतुघटितदोषः हेत्वाभासः । हेतुवत् आभासते इति हेत्वाभासः ।

२४. हेत्वाभासाः कति प्रकारकाः ? के च ते ?

२४। हेत्वाभासाः कति प्रकारकाः ? के च ते ?

उत्तर : हेत्वाभासाः पञ्चविधाः । सव्यभिचार—विरुद्ध—सूत्रप्रतिपक्ष—असिद्ध—वाधिताश्च ।

उ० हेत्वाभासाः पञ्चविधाः । सव्यभिचार—विरुद्ध—सूत्रप्रतिपक्ष—असिद्ध—वाधिताश्च ।

२५. सव्यभिचारहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ?

२५। सव्यभिचारहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ?

उत्तर : साधारणाद्यन्यतमत्वं सव्यभिचारत्वम् ।

उः साधारणादन्यतमत्वं सव्यभिचारत्वम् ।

२६. सव्यभिचारः कतिविधः भवति ? के च विशेषाः ?

२७। सव्यभिचारः कतिविधः भवति ? के च विशेषाः ?

उत्तर : सव्यभिचारः त्रिविधः । साधारणः, असाधारणः, अनुपसंहारी च ।

उः सव्यभिचारः त्रिविधः । साधारणः, असाधारणः, अनुपसंहारी च ।

२७. कः तावत् साधारणसव्यभिचारः ? उदाहरणं दीयताम् ।

२९। कः तावत् साधारणसव्यभिचारः ? उदाहरणं दीयताम् ।

उत्तर : तत्र साध्याभाववत् वृत्तिः साधारणः अनैकान्तिकः । यथा—पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् ।

उः साध्याभाववत् वृत्तिः साधारणः अनैकान्तिकः । यथा — पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् ।

२८. असाधारणसव्यभिचारस्य सोदाहरणं लक्षणं लिख ।

२८। असाधारणसव्यभिचारस्य सोदाहरणं लक्षणं लिख ।

उत्तर : सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः । यथा—शब्दः नित्यः शब्दत्वात् ।

उः सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः । यथा — शब्दः नित्यः शब्दत्वात् ।

२९. अनुपसंहारिणः लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

२९। अनुपसंहारिणः लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

उत्तर : अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितः अनुपसंहारी । यथा—सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् ।

उः अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितः अनुपसंहारी । यथा — सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् ।

३०. विरुद्धहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

३०। विरुद्धहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

उत्तर : साध्याभावव्याप्तः हेतुविरुद्धः । यथा—शब्दः नित्यः कृतकत्वात् ।

उः साध्याभावव्याप्तः हेतुविरुद्धः । यथा — शब्दः नित्यः कृतकत्वात् ।

३१. कश्च सत्प्रतिपक्षः । उदाहरणं किम् ?

७१। कश्च सत्प्रतिपक्षः । उदाहरणं किम् ?

उत्तर : यस्य साध्याभावसाधकहेत्वन्तरं विद्यते सः सत्प्रतिपक्षः । यथा—शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् ।

उः यस्य साध्याभावसाधकहेत्वन्तरं विद्यते सः सत्प्रतिपक्षः । यथा — शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् ।

३२. असिद्धहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ? सः च कतिविधः ?

७२। असिद्धहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ? सः च कतिविधः ?

उत्तर : आश्रयसिद्धाद्यन्यतमत्वम् असिद्धत्वम् । सः च त्रिविधः—आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यतासिद्धश्च ।

उः आश्रयसिद्धाद्यन्यतमत्वम् असिद्धत्वम् । सः च त्रिविधः — आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यतासिद्धश्च ।

३३. आश्रयासिद्धस्य किं लक्षणम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

७३। आश्रयासिद्धस्य किं लक्षणम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

उत्तर : पक्षातावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम् आश्रयासिद्धत्वम् । यथा—गगनारविन्दं सुरभिः अरविन्दत्वात् ।

उः पक्षातावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम् आश्रयासिद्धत्वम् । यथा — गगनारविन्दं सुरभिः अरविन्दत्वात् ।

३४. स्वरूपासिद्धस्य किं लक्षणम् ? तस्य उदाहरणं किम् ?

७४। स्वरूपासिद्धस्य किं लक्षणम् ? तस्य उदाहरणं किम् ?

उत्तर : हेत्वभाववत्पक्षकत्वं स्वरूपासिद्धहेतुत्वम् । यथा—शब्दः गुणश्चाक्षुषत्वात् ।

उः हेत्वभाववत्पक्षकत्वं स्वरूपासिद्धहेतुत्वम् । यथा — शब्दः गुणश्चाक्षुषत्वात् ।

३५. व्याप्यतासिद्धस्य लक्षणं किम् ? उदाहरणं दीयताम् ।

७५। व्याप्यतासिद्धस्य लक्षणं किम् ? उदाहरणं दीयताम् ।

उत्तर : सोपाधिकहेतुः व्याप्यतासिद्धः । यथा—पर्वतः धूमवान् वह्निमत्त्वात् ।

उः सोपाधिकहेतुः व्याप्यतासिद्धः । यथा — पर्वतः धूमवान् वह्निमत्त्वात् ।

३६. उपाधिः कः भवति ?

३७। उपाधिः कः भवति ?

उत्तर : साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधित्वम् । यथा—पर्वतः धूमवान् वह्निमत्त्वात् । अत्र आद्रेन्धनसंयोगः उपाधिः ।

उः साध्याव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधित्वम् । यथा — पर्वतः धूमवान् वह्निमत्त्वात् । अत्र आद्रेन्धनसंयोगः उपाधिः ।

३७. वाधितहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

३९। वाधितहेत्वाभासस्य लक्षणं किम् ? किञ्च उदाहरणम् ?

उत्तर : यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः सः वाधितः । यथा—वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् ।

उः यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः सः वाधितः । यथा — वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् ।

३८. उपमानम् किम् ?

३८। उपमानम् किम् ?

उत्तर : उपमितिकरणम् उपमानम् ।

उः उपमितिकरणम् उपमानम् ।

३९. उपमितिपदार्थश्च कः भवति ?

३९। उपमितिपदार्थश्च कः भवति ?

उत्तर : संज्ञा—संज्ञी सम्बन्धज्ञानम् उपमितिः । पदपदार्थसम्बन्धात्मकशक्तिज्ञानम् उपमितिः ।

उः संज्ञा-संज्ञी सम्बन्धज्ञानम् उपमितिः । पदपदार्थसम्बन्धात्मकशक्तिज्ञानम् उपमितिः ।